Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.67-77
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

যাপনের নির্মাণে প্রেম থেকে প্রকৃতি ও রাজনীতি : প্রসঙ্গ সেলিম মুস্তাফার কবিতা

শান্তনু ভট্টাচার্য
স্বাধীন গবেষক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রী কলেজ, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:
In the 1970s, Tripura poet Selim Mustafa prefers to delve into life as a reflection of himself, as he witnesses life transforming repeatedly. He does not regurgitate clichés in his poetry; instead, he changes himself in the continuity of life for the sake of his art. He writes fluidly, expressing his own thoughts. The soil, jampui hills, leftist politics, and the pull of the rural people in Tripura continuously inspire him to create poetry. Just as a river flows in its own way—sometimes calm, sometimes turbulent—Selim Mustafa maintains a similar current in his work. Without this, his poetry could not experience such transformation. From the beginning of his writing journey to the present, the poet has changed constantly, not only for the sake of writing but also due to his connection to humanity. If literature is the mirror of life, then people are its reflection. Selim, however, presents a consistent image in his writing, which resonates in every line. Thus, he repeatedly finds his existence in the salty waters of life, which encompass love, nature, politics, and protest—a complete life captured through the stroke of his pen. This essence makes him unique. Consequently, the poet of the '70s remains relevant and significant to us today, offering readers a glimpse into his world.
Keywards: Tripura, Selim Mustafa, Poetry, Natute, Politics, '70s poet.

১

সত্তরের দশকের ত্রিপুরারা বাংলা কবিতার একজন শক্তিমান কবি সেলিম মুস্তাফা (জন্ম-১৯৫৩)। সময় ও সমাজের কাঙ্ক্ষিত সত্যের উদ্ঘাটন তাঁর কবিতার মর্মমূলে প্রতিফলিত। সত্তরের দশকের উত্তাল সময় যেমন তাঁর কাব্য জগতকে প্রভাবিত করেছিল অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তাঁর কবিতায় সাবলীল ভাবে চিত্রিত। কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আত্মিক প্রেরণাজাত। কবি কবিতা লিখতে গেলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়, কবিতায় কবির প্রতি পাঠকের প্রথম আকর্ষণই ওই কবিকে পাঠকের একান্ত নিজস্ব করে রাখে। কবি ও পাঠকের হৃদয়ে-হৃদয়ে যোগসাধন 'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিত হবে দুই জনে'। এই আকর্ষণই মূলত কবি সেলিম মুস্তফাকে কবিতার প্রতি চিরকালের আবনত করে তুলেছে।

সেলিম মুস্তাফার কবিতায় স্বাভাবিকতই রয়েছে কবির নিজের কথা। আর এই নিজের কথাকে কেন্দ্র করেই এসেছে সহযোগী সত্তার কথা, আর এই সহযোগী সত্তার পরিপ্রেক্ষিতেই সাহিত্যের আঙ্গিকগত

অভিধা অতিক্রম করে কবি তাঁর কবিতার বিষয়কে উত্তর আধুনিকতার স্পর্শে তিলোত্তমা করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে কবি প্রদীপ চৌধুরী লিখেছেন— "সেই পথিক নির্মাণ কাল প্রবাহে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে, সেলিম আরও স্বাভাবিক ভাবে জীবনের একেবারে মূল রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে, রান্নাঘর এবং শোবার ঘরের মধ্যবর্তী শেষ পর্দাটাও সরে গেছে তার কবিতা থেকে..."[১] এই যে কবিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তাই সেলিমকে কবিতার আঁতুড় ঘরে নিয়ে গেছে, যেখানে তিনি তৈরি করেছেন নিৎসের দর্শনের মতো এক্সিস্টেন্সের প্রশ্ন। তারপর হাইডেগারয়ী পদ্ধতিতে ভেবেছেন কবিতার উল্কাপিণ্ড। এই জন্যই সেলিম বলতে পেরেছেন—

"নরকের কাছাকাছি এক স্বর্গে আছি আমি,
যে- সরলতা এখানের, তা মানুষের, যে উদাসীনতা পাই
তা মানুষেরই, যে যন্ত্রণা আমি বহন করি
তা কোনও মানুষের নয়;
আমি কি মানুষ? শয়তান ছাড়া যে আজ
মানুষের মত বাঁচে, সে কে?"[২]

এই কারণেই কবি সেলিম বাংলা সাহিত্যে ইউনিক এক তাস, অদৃশ্য তাস, হয়তো বা তেপান্ন নং তাস। তাইতো সমালোচক কবি তমালশেখর দে লিখেছেন— "সেলিমদা'র ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এরকমই প্রদীপ চৌধুরী লিখেছিলেন। না হলে জীবনের রান্নাঘরে ঢুকতে পারা যে-সে কবির কাজ নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের রান্নাঘরে কোনোদিন ঢুকতে পারেননি। আমরাও তাকে ঠাকুরঘর থেকে বের করার পক্ষপাতী ছিলাম না। ফলত আজও ঠাকুরঘরেই আমাদের কবিগুরুর অবস্থান। যা হয়তো তারই সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়ে গেল।"[৩] হোমার থেকে শুরু করে মনিন্দ্র সকলেই যে রঙ, রূপ, দৃশ্য, বিষয়, ঘটনা ও গঠন সবকিছুর ডায়মনশ্যনাল ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতাকে বহুমুখী করে তুলেন, সেলিমও তেমনি রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, শিল্পতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বহুবাচনিক প্রয়োগের মাধ্যমে কোন লেখাকে কবিতা করে তুলেছেন।

সৃষ্টির আদি-অন্ত অভিজ্ঞতা ও যাপনের পটুতায় সেলিম প্রকৃষ্ট বিকৃতিকারী। কারণ বিকৃতি মানেই সৃজন, সৃজন মানেই শিল্প। আর এই শিল্পই রয়েছে সেলিমের জাগতিক দর্শন ও কবিতার মধ্যে। তাই জীবনানন্দ, সুনীল, মলয়, শৈলেশ্বর থেকে বাংলা কবিতায় যে প্রভাব পড়েছিল কবি সেলিমও সেই পথেই এগিয়ে গেছেন। কবিতায় তিনি একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন ঘাসের মতো। তাই সম্ভবত কবি সেলিম মুস্তাফা সাহিত্যের আঁতুড়ঘর থেকে কবিতাকেই শুধু বেছে নিয়েছিলেন। কারণ 'poetry is the finest art of literature'।

২

সেলিম মুস্তাফার কবিতায় রাজনীতি, প্রতিবাদ, ধার্মিকতা, প্রেম প্রভৃতি এসেছে সাবলীলভাবে। এর পেছনে কবি যেখানে গিয়ে একাকার হয়ে যান তা হল প্রকৃতি। আর সেই প্রকৃতি হল জম্পুই। জম্পুই? রিয়াংদের জম্পুই। সুপারি বাগানের জম্পুই। কমলালেবুর জম্পুই। 'অনাবশ্যক চাঁদ' এর জম্পুই। বাবুদের জম্পুই। সর্বোপরি কবি সেলিমের 'জঙ্গল'।

সত্তরের কবিরা বিশেষত ত্রিপুরার অরণ্য-পাহাড়, সমতলের জীবন যাপনের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহ কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন। কবি সেলিমও এর বাইরে নন। তাঁর কবিতায় রয়েছে আদিবাসী জনজীবনের কথা, খিদে, দারিদ্র, বিবাহ, প্রেম, আর্থিক টানাপোড়েন, রাজনীতি প্রভৃতির কথা। সর্বোপরি 'ফুলমতি রিয়াং' এর কথা। তাঁর সেই মৃত 'দাদা মনি'র কথা। অনেক ভণিতা হল। এবারে কবি সেলিম মুস্তাফার একটি কবিতা 'তথাগত! কে ডাকে আমাকে' এর দিকে তাকানো যাক—

"রাত্রির ভেজা অন্ধকার থেকে যাকে
তুলে এনেছি তাঁকে কী বলবো? স্বৈরিণী?
নাকি কিছু বলা যাবে না!
যাকে অন্ধ ভেবেছি সে তো অন্ধ ছিল না।
যাকে দরিদ্র ভেবেছি সে তো..."[৪]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কবি সেলিম কীভাবে তাঁর কবিতায় নতুনত্ব এনেছেন। পাহাড়ের সেই ফুলবতী রিয়াং, শান্তি, এদের নাম কবি কখনো উল্লেখ করেননি। একেবারে সরাসরি 'স্বৈরিণী!' কবি বলেছেন— "তথাগত! কে ডাকে আমাকে?/ স্বৈরিণী"। স্বৈর শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাচার, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আচরণ, অবাধ্য। ব্যভিচারিণী। বিশেষণ পদ হচ্ছে স্বৈরিণী। কবি এই শব্দটা এর আগে ব্যবহার করেননি। কবি 'স্বৈরিণী' শব্দটা মন থেকে বলেননি তাই প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন বারবার। এইজন্য কি কবি বলেছেন— "এত ইঙ্গিত আমি ধারণ করতে পারিনা"।[৫] আরেকটি কবিতায় প্রকৃতি কবির কলমে প্রেম হয়ে উঠেছে। কবি 'মিলন' কবিতায় লিখেছেন—

"রাতকে দু-ভাগ করে ভালবাসার দুই পা
দুদিকে নেমেছে, গভীর শিকড়ে
ফুটেছে একটি রক্তজবা
অদ্ভুত অচেনা প্রদাহে
আমার পশু পুড়ে যায়
আমার প্রভু পুড়ে যায়
অপার আকাশ থেকে ঝরে পড়ে গুচ্ছ অন্ধকার!"[৬]

কবিতাটির ভিতরে অদ্ভুত একটা ব্যালেন্স আছে। শিকড়ের মতো নেমেছে যেন পা। এমন চিত্রকল্প সবসময় কবির মনেও ধরা দেয় না বলে ধারণা করা যায়। 'রক্তজবা'-র কী সুন্দর ব্যবহার! আবার কবি কবিতার নাম দিয়েছেন 'মিলন'। যে মিলনের ভেতরে কবির পশু সত্তা, প্রভু সত্তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ওপার আকাশ যেন তখন বিষম হয়ে তাকায়। প্রথম লাইনের পর শেষ লাইনে কবি কবিতার ভাবনাকে প্রেম থেকে যেন পূজা পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এ যেন প্রেমের পূজা। সার্বিকভাবে কোথাও যৌন দর্শন নিশ্চয়ই কাজ করছে এখানে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক কবি তমালশেখর দে-এর প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং কবি সেলিম মুস্তাফা বলেছিলেন— "যৌনতা ছাড়া জীবনের কোন মানে আমি এখনো বুঝিনি। যৌনতা হঠাৎ যদি উদ্ভব হয় সেটা হয়তো পাশবিক, প্রেমহীন। আমার যৌনতা কিছুটা প্রকাশ্যই তো বটে, হয়তো।... নারী আমার কাছে প্রকৃতি। কূল নেই, কিনারা নেই। এখানে শুধুই নিবেদন। একজন নারীর চেয়ে একজন পুরুষ হাজার গুণ তুচ্ছ।... পারস্পরিক নিবেদনই প্রকৃত যৌনতা যা প্রেমের কাছে নিয়ে যায় হয়ত। ঈশ্বরও নারীর কাছে

আনত নয় কি?"[৭] সেলিম তাঁর কবিতায় সত্যিই প্রমাণ করেছেন 'একজন নারীর কাছে একজন পুরুষ হাজার গুন তুচ্ছ'।[৮] জম্পুইয়ের কথা বললে মনে পড়ে যায় 'ইতি জঙ্গল কাহিনী' নামে একটি বিখ্যাত কবিতার কথা। কবি লিখেছেন—

"তীব্র বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে
বাতাস কখনো উত্তরে, কখনো দক্ষিণে
অনাবশ্যক চাঁদ
আবার উঠে এসেছে আকাশে, কেউ
জাগেনি কোথাও, সর্বত্র
স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
মানুষের প্রয়োজনহীনতা।"[৯]

কবি সেলিম মুস্তাফা প্রতিনিয়তই ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় লিপ্ত। কবির পরিবেশ পরিস্থিতি, সমাজ, রাজনৈতিক অবস্থান কবিকে প্রতিনিয়ত পাল্টে চলেছে। 'ছোড়ার বদলে একদিন' কবিতার সেলিম মুস্তাফার সঙ্গে 'ইতি জঙ্গল কাহিনি'-র কবির অনেক পার্থক্য। কেন এই স্ববিরোধ? এই প্রশ্ন করলেই তা থেকে কবির পরিবেশ পরিস্থিতি, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান, ইতিহাস খুব সহজেই উঠে আসে। 'বাঁচার চেয়ে বাঁচার পদ্ধতি/কেন বড় হয় আজ?' এইরকম প্রশ্নের পাশে আছে 'ছোরার বদলে একদিন'। আদিবাসী জীবনী, বাবুদের অত্যাচার এবং প্রভাবও কবির লেখায় জ্বল জ্বল করে। কবি লিখেছেন—

"বাবুরা জঙ্গলে এসেছিল পাতা কুড়াতে
হায় আরেকটা দাঙ্গার আগেই ওরা ফিরে যায়, দিন
কিছু বদল হয়েছে, মনিরেখার বুক ছেড়ে চলে যায়
অসমাপ্ত চাঁদ, আমার মগজ থেকে খুলে পড়ে
পাহাড়ি ফুলের ঘ্রাণ,"[১০]

আদিবাসী জীবনের সংকট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, অরণ্য নির্ভর পাহাড়ি জীবনের কথা বলতে গিয়ে কবি রূপহীন দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন ভাষায় দাঙ্গা বিধ্বস্ত সন্ত্রাস কবলিত ত্রিপুরার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আশির দাঙ্গা। এইভাবে ত্রিপুরার প্রকৃতি, প্রেম, ফুলবতী রিয়াং, পাহাড়, চা বাগান সর্বোপরি 'জঙ্গল' কবির লেখায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।

৩

প্রেম ছাড়া কোনো কবিতা বা কবি কখনোই সম্পূর্ণ নয়। এর বাইরে কবি সেলিম মুস্তাফাও নন। এই প্রেম কখনো প্রকৃতি, কখনো মানুষ, কখনো ভগবান, কখনো নারীকে কেন্দ্র করে বারবার ধরা দিয়েছে সেলিমের কলমে। তাইতো কবি লিখেছেন—

"রাতের কথা ভাবতে পারো তুমি
পরিপূর্ণ অন্ধকার
একটি কুলুকুলু নদী
যা খুশি একটা নাম দিতে পারো"[১১]

কবিতাটায় এমন একটা ঢেউ খেলেছেন কবি যে সেখানেই মন ভেসে যায়। সম্পর্ককে এখানে কবি আলাদা মাত্রা দিয়েছেন। শুধুমাত্র সম্পর্ককে না, প্রেম কেও। প্রেমের ব্যঞ্জনা 'একটি কুলুকুলু নদী'র রূপে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। কি সুন্দর প্রেম! 'কুলুকুলু' শব্দটি এক অপূর্ব প্রেমের আভাস সৃষ্টি করে। রাত-অন্ধকার-নারী এবং কবিতার নাম 'সম্পর্ক' হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এখানে আলাদা করে গোপনে রাখা 'নারী' শব্দটি ভেসে ওঠে। অথচ কবি একবারের জন্য 'নারী' শব্দের ব্যবহার করেননি কবিতায়। নারীর অস্তিত্বকে এবং তার প্রেমের মায়াকে কেউ কি অস্বীকার করতে পারে? না পারে না। সেলিম মোস্তাফাও পারেনি। তাইতো কবি লিখেছেন—

"নারীকে জননী করে কেউ কেউ ভাবে
এই তো দিলাম
এইবার সারাটা জীবন তুমি
আমার আমার!"[১২]

ভালোবাসার নামে নারীর অবস্থা এবং তার পরিণাম, পুরুষের অহমবোধ 'আমার আমার', একেবারে স্পষ্ট বাক্যেই কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা ভালোবাসা হতে পারে না। ভালোবাসা অন্তরের জিনিস গভীরতার জিনিস। তাইতো কবি নারীদের কথা এত স্পষ্ট ভাবে বলতে পারেন—

"মেয়েটি কী চেয়েছিল ভাই জানে না
ভাইয়ের সংসার এটা
ভাই মহারাজ
সূর্য উঠে
চাঁদ উঠে
পাখি ডাকে
ফুল ফোটে
নিয়মের সাজে না কোনও লাজ"[১৩]

এই কবিই আবার বনলতাকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন প্রেম। অবৈধ প্রেম নয়। জীবনানন্দের বনলতার অনুকরণ কিনা তা বলা কঠিন। কিন্তু এই বনলতা যে প্রেম সৃষ্টি করছে কবির জীবনে তা কিছুটা এইরকম—

"সব কথা ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে দূরে
আমি তো নতুন
আমি তো পুরাতন বৈষ্ণব পদাবলি
আমি তো প্রস্তর যুগের কোনও উলঙ্গ মানব
তুমি কেন কুসুম হলে মলি!"[১৪]

'কেন কুসুম হলে মলি' এর থেকে সুন্দর প্রাণবন্ত প্রেম কি আর কিছু আছে? সম্ভবত নেই। তাই হয়তো তা জীবনানন্দ থেকে একদম আলাদা। প্রেমের জোয়ারে তাই হয়তো জীবনানন্দের বনলতার প্রেমকে ব্যক্ত করতে গিয়েই কবি লিখেছেন—

"হাওয়ায় হাওয়ায়
হলুদের বনে পাতা খসে' খসে' পড়ে

তবু কেউ জেগে থাকে
তারাদের পতন গোণে, বহু দূরে নাটোরে"[১৫]

কবিতার প্রেক্ষাপট বদলে দিতে হলে সর্বদা কবিতার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখতে হয়। সেলিম 'বনলতা' কবিতায় এক শতকের বিস্তর সময় ফারাক কে বিনির্মাণ করেছেন। এটাই একজন প্রেমিক করে। আসলেই একজন প্রেমিক কবিই এমন করতে পারে। তাই জীবনানন্দের প্রেমের ব্যাখ্যা, বনলতার প্রেমের ব্যাখ্যা হয়তো সেলিম মুস্তাফাই একমাত্র দিতে পারেন। যে প্রেম চিরকালীন। অবিনশ্বর। কবির কলমে যা বারবার ফুটে উঠে বিভিন্ন কবিতার পংক্তিতে। তাই একথা বলা যেতে পারে, কবি সেলিম চির প্রেমিক।

৪

"মানুষ, এর পরও তুই আমাকে জীবনের মানে বলতে চাস! থাম!"[১৬]

জীবনেকে কবি যেভাবে অনুভব করেছেন, যেভাবে তাঁর চারপাশকে ছুঁয়েছেন তার মধ্যে এক প্রতিবাদ রয়েছে, রয়েছে এক তীব্র জ্বলন্ত আগুন। আর এই আগুন কজনইবা এমন করে লিখতে পারে? হ্যাঁ, সেলিম মুস্তাফা পারেন। কেন পারেন? কারণ তিনি তাঁর একটা কবিতার জন্য নিজেকে একটা ঘোরে রাখেন। অর্থাৎ এই ঘোরেই তাঁর বাস। ঐ ঘোরে কবিকে প্রেম, বিরহ, প্রতিবাদ ও রাজনীতি ইত্যাদি সবদিকে নিয়ে যায়। উপরোক্ত লাইনে এই তীব্র প্রতিবাদই প্রকাশ পেয়েছে।

কবি তাঁর প্রতিটি দীর্ঘ কবিতায় এই জার্নিটা প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন আঙ্গিকে। সেলিম মুস্তফা মনে করেন দীর্ঘ কবিতা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ নয় বরং অনেকগুলো বিষয়ের সংকোচিত এবং ইঙ্গিতময় রূপ। এক ধরনের কোলাজ চিত্রকল্প। আর এর জন্যই কবি বলছেন—

"তুমি জীবন শেখাবে? কতটুকু জানো?
বাহান্ন তাসের পরও আরো এক তাস থেকে যায়-
যার কোন খেলা নেই, অন্ধ গলির শেষে"[১৭]

এই জীবনে রয়েছে হাজারো যন্ত্রণা, লড়াই, দাঙ্গা আর এইসবের পিছনে অন্ধ গলির শেষে ভাবটি মেরে পড়ে থাকে রাজনীতি। যাকে উপেক্ষা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। কবি সেলিম মুস্তাফা তাঁর 'ছোড়ার বদলে একদিন' কবিতায় লিখেছেন—

"আমি এই রকম,
আমার জীবন এইরকম
সত্য এইরকম
ফুল নয়, সমস্ত ফুলের।
ছোরা নয়
ছোরার বদলে একদিন সব ফুল নড়ে উঠবে..."[১৮]

কবি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনাকে প্রতিবাদ জানিয়ে ফুলকে যেভাবে অস্ত্র করে তুলেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাইতো কবি তাঁর 'ছোরার বদলে একদিন' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে পিস্তলের ছবি খুবই সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে শব্দের ভাবগতভাবে একটা আক্ষরিক পরিবর্তন এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ছোরা থেকে পিস্তল মূলত একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত। বস্তুগত অর্থে যান্ত্রিক পরিবর্তন। আর

সে বস্তু থেকে আসে ভাবগত পরিবর্তন। আমাদের কিছু না বলা মৌনতাও এক ধরনের প্রতিবাদ। যা খুবই সহজভাবেই বলেছেন সেলিম মুস্তাফা তার 'না-বলা' কবিতাতে—

"সব কথা বলা সম্ভব নয়।
সকলে সব কথা শেষ করার পর
একজন গণতান্ত্রিকের বুকের গভীরে
যে কথা বাকি থেকে যায়
এখানে সেটাই বলা হল।"[১৯]

তাছাড়াও আরো অনেক কথা আছে, যা বলা যায় না। হয়তো সেই সময়ও বলা যেত না আজও কোথাও কোথাও বলা যায় না। জঙ্গলের কথা, চা বাগানিদের কথা। বাবুদের গোপন কথা। যা সেলিম খুব সহজেই বলতে পারেন—

"বাবুরা জঙ্গলে এসেছিল পাতা কুড়োতে,
হায়, আরেকটা দাঙ্গার আগেই ওরা ফিরে যায়, দিন
কিছু বদল হয়েছে, মনিরেখার বুক ছেড়ে চলে যায়
অসমাপ্ত চাঁদ, আমার মগজ থেকে খুলে পড়ে
পাহাড়ি ফুলের ঘ্রাণ, সহসা মাইক্রোফোনে
সভ্যতা ঘোষিত হয়- ইনকিলাব!!"[২০]

সেই সকল মানুষদের নিয়ে যেভাবে রাজনীতি প্রতিনিয়ত হয় তা কবি তাঁর কবিতায় সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। 'সভ্যতা ঘোষিত হয় ইনকিলাব!' এই ঘটনাগুলির পরই জন্ম নেয় দাবি। কবি সেলিম 'দাবি ছিল' কবিতায় লিখেছেন—

"দাবি ছিল,
দাবি ফুটে উঠল নদীর চরে পায়ের চিহ্নে-
দাবি মাথা তুলল ভাঙ্গা ফুলের খুঁটির মতো-
দাবি নীলাভ সন্ধ্যায় মেয়েমানুষের মতো
ফুটে উঠল নির্জনতায়-"[২১]

কবি এই ভাবেই দাবি জানান। তাঁর প্রতিবাদ, দাবি, রাজনীতি শুধু নিজের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। গন্ডি অতিক্রম করে রূপ লাভ করে সর্বকালের ও সর্বদেশের। দেশের নাগরিক হিসাবে যে কথা সবাই বলবে না। বলতে পারেনা। কবি তা অনর্গল বলে যান নিজের ধারায়—

"অন্তত
তিনটি হত্যার বিনিময়ে
স্বাধীনতার চুক্তি করেছিলেন
অহিংস গান্ধী"[২২]

এই হত্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বা ঘটনাটির জাসটিফিকেশন করতে গিয়ে সেলিমই শুধু এইভাবে বলতে পারেন—

"অন্তত

একটি বুলেট
অবহেলায় পড়েছিল একা এই
দুরভিসসন্ধির
প্রতিবাদে

হে রাম!
নাথুরাম!"[২৩]

কবি রাজনীতি সম্বন্ধে পটু। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কবির কলম তাই লিখে ফেলে 'না-লেখা' কথা'

"একটা যুদ্ধের পর
একটা মহামিলনের পর
একটা সাদা পৃষ্ঠা;

এরকম হয়।"[২৪]

এই সাদা জায়গায় অনেক না দেখা কথা লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকে রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার কথা—

"... দুর্বল ময়লা পোশাকের নিচে উদ্ধত বুক,
বুকে গোঁজা রেশন কার্ড খানিকটা বেরিয়ে আছে,
কারো অপেক্ষায় আছে সে;

কারোর প্রতীক্ষার খবর কেউ জানে না
মনের কথা কে আর বলে আজকাল

শুধু রেশন-মালিকের মুখে
ঈশ্বরের নিরব আর মুচকি হাসি"[২৫]

রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু বা ভোট ব্যাংক হল চাকরি। কবি তা ভালো করেই জানেন। তাই তিনি লিখেছেন—

"কে কার জন্য লড়ছে ওরা জানে না
জানার প্রয়োজনও নেই,
চাকরিটাই যুদ্ধের।"[২৬]

কবি এবং তাঁর কলম, রাজনীতি খুব ভালো করে বুঝে তা বরাবরই টের পাওয়া যায় বিভিন্ন কবিতায়। কিন্তু হয়তো 'বিপ্লবের পর' কবিতা সব কিছু বলে দেয়—

"অস্ত্রাগার কোষাগার শিক্ষাগার
আইনসভা কোতোয়ালি
সব যেন জঙ্গল, হেঁয়ালি,
বুঝেও বুঝা যায় না
কোথায় কে মজে আছে
মামা কাকা শালী

বাকি সব চোখের বালি মূর্খ অজ্ঞান-"[২৭]

এইভাবেই কবি তাঁর শব্দের আঁচড়ের তীক্ষ্ণফলায় প্রতিনিয়তই প্রতিবাদ করে গেছেন এবং তা সমাজের চোখে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে রাজনীতি কাকে বলে। জীবনের এই বিচিত্র রূপের কাব্যিক প্রকাশ কবিকে করে তুলেছে ব্যতিক্রমী। জীবন দর্শনের এই সাবলীল বহিঃপ্রকাশে কবি একদিকে যেমন যুগ সচেতন অন্যদিকে দুরদৃষ্টিসম্পন্ন। একজন কবি তাঁর ভাবজগতের সীমানা অতিক্রম করে কীভাবে চিরকালীন জীবনসত্যকে কবিতায় তুলে ধরে সেলিম মুস্তাফার কবিতা আমাদের পরিচয় ঘটায় জীবন দর্শনের সেই কাব্যিক বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে।

তথ্যসূত্র :

১) সেলিম মুস্তাফার কবিতা জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, তমালশেখর দে, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: ১৩
২) ইতি জঙ্গল কাহিনি, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৯, পৃ: ৭
৩) শক্তিপদ, জাফর, সেলিম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, তমাল শেখর দে, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ: ২৩
৪) সেলিম মুস্তাফার কবিতা জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, তমালশেখর দে, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: ১১৮
৫) সেলিম মুস্তাফার কবিতা জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, তমালশেখর দে, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: ১১৮
৬) সেলিম মুস্তাফার কবিতা জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, তমালশেখর দে, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: ১১৯
৭) ঐ, পৃ: ১২০
৮) ঐ, পৃ: ১২০
৯) ইতি জঙ্গল কাহিনি, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০০৯, পৃ: ১৫
১০) ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা, অভিজিৎ চক্রবর্তী, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ আগরতলা বইমেলা ২০১৭, পৃ: ২৩৬
১১) সেলিম মুস্তাফার কবিতা জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, তমালশেখর দে, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২, পৃ: ১৬০
১২) একদিন যে-কোনোদিন, সেলিম মুস্তাফা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃ: ১৭

১৩) ভাষাশহিদ স্টেশনের দিকে একটি আহত ট্রেন, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী, ২০১৪, পৃ: ৬৩
১৪) ঐ, পৃ: ৭৮
১৫) ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮
১৬) বাহান্ন তাসের পর, সেলিম মুস্তাফা, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৩
১৭) ঐ, পৃষ্ঠা ১
১৮) ছোরার বদলে একদিন, সেলিম মুস্তাফা, ক্ষুধার্ত-স্বকাল, কলকাতা-৯২, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১
১৯) ভাষাশহিদ স্টেশনের দিকে একটি আহত ট্রেন, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী, ২০১৪, পৃ: ৬৮
২০) ইতি জঙ্গল কাহিনি, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০০৯, পৃ: ১২
২১) ঐ, পৃ: ২৮
২২) ভাষাশহিদ স্টেশনের দিকে একটি আহত ট্রেন, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী, ২০১৪, পৃ: ৩০
২৩) ঐ, পৃ: ৩০
২৪) ঐ, পৃ: ৪৪
২৫) ঐ, পৃ: ৪৪
২৬) ঐ, পৃ: ৬৯
২৭) একদিন যে-কোনোদিন, সেলিম মুস্তাফা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ: ১৮

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১) বাহান্ন তাসের পর, সেলিম মুস্তাফা, সোনিক অর্কেস্ট্রা, ধর্মনগর, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৮।
২) ছোরার বদলে একদিন, সেলিম মুস্তাফা, ক্ষুধার্ত-স্বকাল, কলকাতা-৯২, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪।
৩) ইতি জঙ্গল কাহিনি, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০০৯।
৪) দেবতার অনুরোধে, সেলিম মুস্তাফা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০০৩।
৫) শ্রেষ্ঠ কবিতা, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০১১।
৬) ভাষাশহিদ স্টেশনের দিকে একটি আহত ট্রেন, সেলিম মুস্তাফা, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১৪।
৭) ১৮টি দীর্ঘ কবিতা, সেলিম মুস্তাফা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৮) একদিন যে-কোনোদিন, সেলিম মুস্তাফা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা পুস্তকমেলা, ডিসেম্বর ২০১৯।
৯) বারবার পাল্টে যাই, সেলিম মুস্তাফা, সৈকত প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ২০২৩।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) সেলিম মুস্তাফার কবিতা-জগৎ, সাক্ষাৎকার এবং, তমালশেখর দে, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ২০২২।
২) ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা, অভিজিৎ চক্রবর্তী, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- আগরতলা বইমেলা ২০১৭।
৩) শক্তিপদ, জাফর, সেলিম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, তমাল শেখর দে, স্রোত প্রকাশনা কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০০৯।
৪) একটি অদৃশ্য তাস এবং সেলিম, মুনমুন দেব, নীহারিকা পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২২।
৫) পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা, নবেন্দু সেন (সম্পাদনা), ড্যান্স পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ২০০৯।
৬) সাহিত্য প্রকরণ, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ- বৈশাখ ১৪২৯।
৭) মুখোমুখি মলয় রায় চৌধুরী, সাক্ষাৎকার- গোবিন্দ ধর, স্রোত প্রকাশনা কুমারঘাট, প্রথম সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০২২।

সাহিত্যপত্র:

১) পাখি সব করে রব, দশম বর্ষ, ১২০ সংখ্যা, অক্টোবর ২০২৩, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
২) পাখি সব করে রব, ১১৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৩) পাখি সব করে রব, ১২৫ সংখ্যা, মার্চ ২০২৪, পীযুষকান্তি দাস বিশ্বাস (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৪) শব্দনীল, ২৫ তম সংখ্যা, একুশে মার্চ ২০২৩, পয়েন্টস ইউনিট, ঋষিকেশ নাথ (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৫) শব্দনীল, ২৬ তম সংখ্যা, একুশে মার্চ ২০২৪, পয়েন্টস ইউনিট, ঋষিকেশ নাথ (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৬) জঠর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৩, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), সুবল চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৭) জঠর, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৩, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), শম্ভু শংকর চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা।
৮) জঠর, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪, (কথা ও কবিতায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের সাহিত্য পত্র), মধুমিতা ভট্টাচার্য (সম্পাদনা), ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

অভিধান :

১) বাংলা একাডেমী বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য একাডেমী, প্রকাশ কাল- ২০০৯।